মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য নিম্নরূপঃ

০১। **ভিজিডি:** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সারাদেশের ৪৯০টি উপজেলার ৪৫৬৩টি ইউনিয়নের ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) জন হতদরিদ্র মহিলাকে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধ এনজিও'র মাধ্যমে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি উপকারভোগী মহিলা মাসিক ২০০/- (দুইশত) টাকা ভিজিডি সঞ্চয় হিসাবে জমা করবে। চক্র শেষে উপকারভোগী মহিলাদের মধ্যে মুনাফাসহ সঞ্চয়ের অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়। সারা দেশের ১২টি জেলার ২৩টি উপজেলায় পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে সরকারী অর্থায়নে রাইস ফর্টিফিকেশন (পুষ্টিচাল) কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতায় জানুয়ারী/২০১৮ থেকে আরো ১২টি উপজেলায় এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ১৪৬৫,২১,৯৫০০০/- (এক হাজার চারশত পয়ষট্টি কোটি একুশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা।

২। **কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি**: কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৪টি জেলা সদরস্থ সিটি কর্পোরেশন ও ৬৪টি জেলাধীন ২৬৫টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা এবং বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর নির্বাচিত ২৫০টি গার্মেন্ট এর মাধ্যমে ১,৮০,৩০০ (এক লক্ষ আশি হাজার তিনশত) জন ল্যাকটেটিং মা'কে মাসিক ৫০০/- টাকা হারে ২৪ মাসব্যাপী ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭ -১৮ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) এ উন্নীত করা হয়েছে। ভাতা বাবদ প্রাপ্ত মোট বাজেটের পরিমাণ ১২০,০০,০০,০০০/- (একশত বিশ কোটি) টাকা। জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৬(ছয়)মাসের ভাতা বিতরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৩। **দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা**: পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দু:খ দুর্দশা লাঘব করার জন্য দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে জানুয়ারি /১৬ –জুন/১৭ পর্যন্ত বাজেটে ৫.০০ লক্ষ দরিদ্র মাকে ৫০০টাকা হারে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে এবং জুলাই/১৭ – ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত ৬.০০লক্ষ জন দরিদ্র মাকে ২ বছরের জন্য মাসিক ৫০০টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৬(ছয়)মাসের ভাতা বিতরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৪। **মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল**: '' মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম " কর্মসূচিটি ২০০৩-০৪ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৮৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২.০০ (দুই কোটি) টাকা। জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৪৯.৪৭ (তিন কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকা। আদায়ের পরিমাণ ৪৭৩.৯০ (চার কোটি তেহাত্তর লক্ষ নব্বই হাজার) এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ২৫৭১ জন।

০৫। **সেলাই মেশিন বিতরন সংক্রান্ত কার্যক্রম:** দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ২৫৩৪ টি পা-চালিত সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ০২.০০(দুই কোটি) টাকা দ্বারা সেলাই মেশিন ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৬। **দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল:** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে অসহায়, অসুস্থ, অনাথ, পঙ্গু, নিরাশ্রয়, স্বামী পরিতক্তা, বিধবা ও আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ মহিলা, মেধাবী ও এতিম শিশু ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য সাহায্য করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৬,০১৮ জন দুঃস্থ মহিলা ও শিশুর মধ্যে ২৭,০০,০০০/- (সাতাইশ লক্ষ) টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে জেলা/উপজেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদন অনুযায়ী সাহায্য মঞ্জুরির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৭। **মহিলা সহায়তা কর্মসুচি:** মহিলা সহায়তা কর্মসূচীর নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে ৬টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ওসিলেট) নির্যাতানের শিকার নারীদের অভিযোগ গ্রহণ, পক্ষদ্বয়ের শুনানী গ্রহণ ও পারস্পারিক আলোচনার ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, সন্তানের ভরণপোষণ আদায়, দেনমোহরানা ও খোরপোষ আদায়সহ সবধরণের আইনিসহায়তা দেয়া হয় । নির্যতিত নারীদের সহায়তার জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে পরিচালিত শেল্টার হোমে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের অনুর্ধ ১ বছর আশ্রয়নসহ সবধরণের সুযোগ এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এছাড়া মহিলা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্যাতিত ও আশ্রয়হীন নারীদের বিনা খরচে ০৬ মাস পর্যন্ত দু'টি সন্তানসহ(১২ বছরের নীচে) আশ্রয়, খাদ্য-বস্ত্র, চিকিৎসা প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে ৯৩২টি অভিযোগের মধ্যে ৮৪৬টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১,৫০,৮৫,৪০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশত) টাকা দেনমোহরানা বাবদ আদায় করা হয়েছে। মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে নতুন ভর্তি হয়েছে ১৬১ জন মা এবং ১৪৩ জন শিশু। এছাড়া সহায়তা কেন্দ্রে পূর্বে থেকে অবস্থান করছে ৬২১ জন মা এবং ৫১৭ জন শিশু।

০৮। **মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র:** মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর এর মাধ্যমে আদালত হতে প্রেরিত ১০০ জন হেফাজতীর ধারন ক্ষমতা এ কেন্দ্রের রয়েছে। মূলত আদালত হতে প্রেরিত বিভিন্ন মামলার ভিকটিম/হেফাজতীগণ (বাড়ী হতে পালায়ন, হারানো, ধর্ষন, হত্যা মামলার স্বাক্ষী ও অন্যান্য মামলা) কেন্দ্রে হেফাজতী হিসাবে অবস্থান করেন।তিন তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবনে বর্তমানে মোট ১০০ জন হেফাজতী অবস্থানের সুযোগ রয়েছে। জুলাই/২০১৭ হতে জানুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত ৪৩ জন হেফাজতী বিভিন্ন মেয়াদে আবাসন কেন্দ্রে অবস্থান করেছে।

০৯। **সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম:** সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবংভবিষ্যতে সুদক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিশোর কিশোরী ক্লাব কার্যক্রমের আওতায় ৫২৯টি ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া কিশোর কিশোরী ক্লাব প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ৪৫৫৩টি ইউনিয়ন এবং ৩৩০টি পৌরসভায় মোট ৪৮৮৩টি কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হবে এবং ৪,৩৯,৪৭০ জন কিশোর কিশোরী ভবিষ্যতে সুদক্ষ প্রজন্ম হিসেবে গড়ে উঠবে।

১০। **কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল :** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর স্বল্প ব্যয়ে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য নিরাপদ আবাসন সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা শহরে ১৪০৬ (গেস্ট সিটসহ) সিটবিশিষ্ট ০৭টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল রয়েছে। উক্ত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহে ১৪০৬ জন কর্মজীবী মহিলা আবাসন সুবিধা ভোগ করছেন। এছাড়াও 'মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ' চলমান প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৫৮ জন কর্মজীবী মহিলা আবাসন সুবিধা পাবেন এবং 'নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সংলগ্ন ১০ তলা নতুন ভবন নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার' প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪৫জন কর্মজীবী মহিলা আবাসন সুবিধা পাবেন।

১১। **ডে-কেয়ার সেন্টার** : কর্মজীবী মায়েদের স্ব স্ব কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে ও মনোযোগ সহকারে কাজ করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচির আওতায় মোট ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু রয়েছে। ৪৩টি (তেতাল্লিশ) ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের (৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়স) সকাল ৮:৩০ টা থেকে বিকেল ৫:৩০ টা পর্যন্ত নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জুলাই/২০১৭ হতে জানুয়ারি,১৮ পর্যন্ত ২৩৬৪ (দুই হাজার তিনশত চৌষট্টি) জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং সমসংখ্যক মা উপকৃত হয়েছেন। এ সকল দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের যথাযথ শারিরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্যে এসব শিশুকে-সুষম খাবার প্রদান, ইপিআই প্রতিষেধকসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান, প্রাক-স্কুল শিক্ষা প্রদান এবং ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ রয়েছে।

১২। **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে জানুয়ারি/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত অত্র অধিদপ্তররে প্রধান কার্যালয়ে দর্জি বিজ্ঞান, ব্লক, বাটিক এন্ড টাইডাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডে ২৩৫ জন মহিলাকে এবং প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ১৪৬৫ জনকে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং, আইন বিষয়ক, ই-ফাইলিং, টীম বিল্ডিং, দুর্যোগ মোকাবেলা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পি পি আর, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ এবং কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়াও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন ৭টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪টি জেলা ও ১৩৬টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিউটিফিকেশন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, ইন্ডষ্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর, লেদার অপারেটর, হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং,আধুনিক গার্মেন্টস, মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ, পেষ্ট্রি এন্ড বেকারী, হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং মেকানিক্স, কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মোমবাতি তৈরী, শো-পিছ তৈরী, প্যাকেট তৈরী ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ট্রেডে ৩৮,১১৯ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

১৩। **সচেতনতা মূলক কার্যক্রম :** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগন তৃনমূল পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় যেমন- মানব পাচার, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানী, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন'২০১০ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করে থাকেন। উক্ত বিষয়ের উপর উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি বিশেষ করে মহিলাদের সচেতন করা হয়ে থাকে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিজিডি কর্মসূচি, কিশোর কিশোরী ক্লাব কর্মসূচির প্রশিক্ষণ মডিউলসহ এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উপকারভোগীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং উঠান বৈঠকে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে ১৯১ জন জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে অটিজম বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

১৪। **স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণঃ** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করণ, নিবন্ধনকৃত সমিতিকে আত্ম নির্ভরশীল করার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৮,৩৭,৮০,০০০/-(আট কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ) এর সভার অনুমোদনক্রমে ৪৩৪৮টি সমিতির মধ্যে সাধারণ, বিশেষ ও স্বেচ্ছাধীন অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।২০১৭-২০১৮অর্থবছরের অনুদান বিতরণ প্রক্রিয়াধীন ।

১৫। **বিভিন্ন দিবস:** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সরকারী নির্দেশনায় জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় কন্যা শিশু দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস ও বেগম রোকেয়া পদক বিতরণ, মহান বিজয় দিবস, মা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে।

১৬। গার্মেন্টসে কর্মরত নারীদেরকে অধিকহারে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে সহায়তা প্রদানের জন্য স্বল্প খরচে নিরাপদ ও অস্থায়ী আবাসন গড়ে তোলার জন্য সরকারি উদ্যোগে বড় আশুলিয়া, সাভারে ১২ তলাবিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। হোস্টেল ভবনে ৭৪৪ জন বোর্ডারের আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে হোস্টেলের পাশাপাশি ডে-কেয়ার পরিচালিত হবে। গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা অধিকতর সম্প্রসারণের জন্য আরো একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪ টি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় লাইভ নথি সিস্টেমে কাজ করছে। জেলা/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক ২২ টি উদ্ভাবণী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। ৬টি উদ্ভাবণী উদ্যোগ সারা দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৮। **জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ: সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমুল পর্যায়ের সকল নারীদের স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণাদানের জন্য 'জয়িতা অন্বেষ**ণে বাংলাদেশ **' কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে**। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮ টি বিভাগের ৬৪ টি জেলা হতে ৪০ জন জয়িতা নির্বাচন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ জন জয়িতার মধ্য হতে ৫ ক্যাটাগরীতে ৫ জন জয়িতাকে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়েছে।

১৯। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন বাজেটে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি

১। উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে প্রতিটি উপজেলায়, জেলায়,বিভাগে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ২,১৭,৪৪০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারী ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ২৫০৫৬.২২ লক্ষ টাকা।

২। নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

- নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পটির ৫টি ট্রেড যথাঃ হর্টিকালচার/নার্সারী, কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইলেকট্রনিক এ্যাসেম্বলিং ও ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
- ৫টি ট্রেডে আবাসন সুবিধাসহ প্রতি ব্যাচে ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বছরে মোট ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সুবিধা পাচ্ছেন।এ পযন্ত ১১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৫১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১২- জুন ২০১৯ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ২২৬৭.৪২(২য় সংশোধিত) লক্ষ টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ১৩২.০০ লক্ষ টাকা।

৩। **কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা**

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৭৪৪ জন কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। হোস্টেলের সাথে ৫০ জন শিশুর সুবিধা সম্বলিত ডে-কেয়ার রয়েছে।

প্রকল্পটির মেয়াদ: এপ্রিল ২০১৩ - জুন ২০১৭ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ২৮৪৩.৫৬ (সংশোধিত) লক্ষ টাকা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ১১৭.০০ লক্ষ টাকা।

৪। জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্প

সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সক্ষম করা এবং SRHR বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা।

১৫০টি ক্লাব স্থাপনের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা জন্য পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৮ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ৭৭৯.৪৮ (১ম সংশোধিত)লক্ষ টাকা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ১৩৫.০৫ লক্ষ টাকা।

৫। **পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প**

ঢাকার উত্তরায় নারী ও শিশু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ৫০ শয্যার পৃথক ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল নিমাণ কাজ চলছে।

প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৭ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ২৬৩৩.৬৩ (১ম সংশোধিত) লক্ষ টাকা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৬৭৯.০০ লক্ষ টাকা।

৬। **সোনাইমুড়ী,কালীগঞ্জ,আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোষ্টেল নির্মাণ প্রকল্প**

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী, গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ,নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার ও পিরোজপুর জেলায় মঠবাড়ীয়া উপজেলায় নারীদের নিরাপদ আবাসিক সুবিধা প্রদান ও বৃত্তিমূলক আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেনিং সেন্টার ও হোষ্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষে বছরে মোট ৮০০ জন নারীর আবাসিক প্রশিক্ষণের সুবিধা সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৯ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ৪৭৭৫.২০ (১ম সংশোধিত) লক্ষ টাকা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৯৮২.০০ লক্ষ টাকা।

৭। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নার্সেস হোস্টেল স্থাপন প্রকল্প

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের ভবনের ৯ তলা থেকে ১২ তলা পর্যন্ত নার্সেস হোষ্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৫০ জন রোগীকে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানসহ আউটডোরে চিকিৎসার জন্য ২০০ জন নার্স আবাসন সুবিধা পাবেন।

প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ২১০২.৩৪ লক্ষ টাকা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

৮। ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেনীর কর্মজীবী মায়েদের ছোট শিশুদের (৬ মাস থেকে ৬ বছর) নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা মহানগরীতে ১০টি ঢাকার বাহিরে ১০টি- রংপুর, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, নওগাঁ, গাইবান্ধা, ভোলা, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী ও চাঁদপুর ০১টি করে মোট ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় বছরে মোট ১২০০ জন শিশু দিবাযত্ন সেবা পাবে।

প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৬-ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

৯। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

এই প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। হোস্টেলে ১৩০ জন বোর্ডার আবাসিক সুবিধা পাবে এবং একই ভবনে ২০ জন শিশুর জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯ এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ১৭২৬.২৯ লক্ষ টাকা।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮১৯.০০ লক্ষ টাকা।

১০। **মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প**

মিরপুরে বিদ্যমান ৩ তলা কর্মজীবী হোস্টেল ভবনের উপর ১০ তলা এবং খিলগাঁও কর্মজীবী হোস্টেল ভবনের ৪ তলার উপর ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। মিরপুর হোস্টেলে ৩৭৪ জন এবং খিলগাঁও হোস্টেলে ১৮৪ জন মোট ৫৫৮ জন বোর্ডার আবাসনের সুবিধা পাবে।

- প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৬০.০০ লক্ষ টাকা।

২১। **<u>মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প সমুহ</u>**

১. কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ৪৮৮৩টি ক্লাব স্থাপন করা হবে।

২. নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল সমূহের অধিকতর উন্নয়ন করা হবে।

৩. জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়)।

৪. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমী,অডিটোরিয়াম ও দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থায়ী ভবন নির্মাণ।

৫. ষ্টাবলিশমেন্ট অফ কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রি কলেজ এট ঢাকা ফর কোয়ালিটি এডুকেশন টু উইমেন ইন নার্সিং।

৬. ৬০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন।

৭. নারী আইসিটি ফ্রি-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি বিভাগীয় শহরে ৪,৮০০ জন নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা হবে।